দৈনিক বাংলা

তারিখ ২৬/৭/৮৩

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় ঃ শীঘ্রই ঢাকা ভার্সিটির নয়া ইনষ্টিটিউট হবে

(স্টাফ রিপোর্টার)

বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় শীগগিরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নতুন ইনস্টিটিউট হিসেবে রূপান্তরিত হচ্ছে।

নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবর ঃ স্বায়ত্তশাসিত ইনস্টিটিউট হিসেবে চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের নিজস্ব বিধি-বিধানের খসড়া তৈরি করা হয়েছে। শিক্ষকদের চাকরির শর্তাবলী সম্পর্কে একটি স্মারকলিপি তৈরির কাজ চলছে।

বিধি-বিধান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট অনুমোদনের পর আনুষ্ঠানিকভাবে মহাবিদ্যালয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ইনস্টিটিউট বলে গণ্য হবে। মহাবিদ্যালয়টি এখন জনশিক্ষা পরিদফতরের অধীনে থাকায় শিক্ষামন্ত্রণালয় থেকেও এজন্য আনুষ্ঠানিক অনুমোদন লাগবে।

ইনস্টিটিউট হিসেবে অনুমোদনের আগে কর্তৃপক্ষ মহাবিদ্যালয়টির বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রেখে অন্য ইনস্টিটিউটগুলির সঙ্গে এর

(৬-এর পৃঃ দ্রঃ)

সমধর্মিতা পরীক্ষা করবেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইনস্টিটিউটের মর্যাদায় উন্নীত হবার পরেও এর পাঠক্রম এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তিত থাকবে।

স্বাধীনতার পর পরই বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়টিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ইনস্টিটিউটের মর্যাদা দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু নানা কারণে এ রূপান্তরের কাজ বিলম্বিত হয়।

বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে বর্তমানে সাতটি বিভাগে তিন শ' ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করছেন। শিক্ষক রয়েছেন ৩৫ জন।

এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৮ সালে। তখন এর নাম ছিল ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্টস। এর প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা দায়িত্ব পালন করেন।

চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে স্নাতক শ্রেণী খোলা হয় ১৯৬৩ সালে। ১৯৭৯ সাল থেকে মাস্টার ডিগ্রীর কোর্স চালু করা হয়েছে।